দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 MAY 1988
পৃষ্ঠা 12 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ৫ম বর্ষের পরীক্ষার সময় পরীক্ষা বর্জনকারী ছাত্রদের কেন্দ্রের বাইরে জটলা করতে দেখা যায়। —সংবাদ

৪টি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এমবিবিএস ফাইনাল পরীক্ষা দেয়নি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত ৪টি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা গতকাল মঙ্গলবার এমবিবিএস নিয়মিত ফাইনাল পরীক্ষা দেয়নি। গতকাল মেডিসিন প্রথম পত্রের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কর্তৃপক্ষ কড়া পুলিশ পাহারায় এই পরীক্ষা গ্রহণের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা হলে না ঢুকে আশপাশ এলাকায় ঘোরাফেরা করেছে। ছাত্রছাত্রীদের দাবী ছিল পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের। কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের এই দাবী মেনে নেননি। এই পরীক্ষা পরে কবে হবে তা এখনো অনিশ্চিত। এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত এ ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কর্তৃপক্ষের কোন যোগাযোগ হয়নি বলে জানা গেছে।

তবে ছাত্রছাত্রীরা সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা দিয়েছে। তা ছাড়া প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ ও তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা যথারীতি হয়েছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা, স্যার সলিমুল্লাহ, ময়মনসিংহ ও বরিশাল—এই ৪টি মেডিক্যাল কলেজের কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি।

একটি বিশেষ সূত্রে জানা গেছে যে, গত সোমবার রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এক-জন অধ্যাপকের বাসভবনের কাছে পর পর ৩টি হাতবোমা বিস্ফোরিত এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ এলাকায় ফাঁকা গুলীবর্ষণ হয়েছে। তবে কেউ হতাহত হয়নি।

অপর একটি সূত্রে জানা গেছে যে, এমবিবিএস ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এডমিট কার্ড সংগ্রহ করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারাও হলে যায়নি।

ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য

৪টি মেডিক্যাল কলেজের ৫ম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে গতকাল মঙ্গলবার দেয়া এক বিবৃতিতে দাবী করা হয় যে, গতকাল মেডিসিন প্রথম পত্রের পরীক্ষা সকল নিয়মিত পরীক্ষার্থী বর্জন করেছে।

গতকাল বিকেলে অনুষ্ঠিত ছাত্রছাত্রীদের এক যৌথ সভায় অবিলম্বে বাকী পরীক্ষাগুলো স্থগিত রাখা এবং মে, ৮৯-এর জন্য জমাকৃত পরীক্ষার ফরম পরবর্তী পরীক্ষা সেপ্টেম্বর, ৮৯-এর জন্য বৈধ রাখাতে কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সভায় ঢাকা ও সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের ১৩ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে জারি করা কারণ দর্শাও নোটিশ প্রত্যাহারেরও দাবী জানানো হয়।